সড়ক দুর্ঘটনা রোধে হিরোইজম বন্ধ করতে হবে-সুখী ইসলাম

ইংরেজি শব্দ হিরোইজমের আক্ষরিক অর্থ হলো বীরত্ব, যা সাধারণত ইতিবাচক হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইদানীং এই শব্দটি আর ইতিবাচক অর্থে যায় না বরং এর পরিবর্তে তা অনেক সময় নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে। এই যে অল্প বয়সিদের হাতে মোটরসাইকেল উঠছে, দুর্ঘটনা ঘটছে এর পেছনেও আছে এই হিরোইজম প্রবণতা।

আমাদের দেশে উঠতি বয়সি কিশোরদের মাথায় চেপে বসছে হিরোইজমের ভূত। এরা জানেই না প্রকৃত বীরত্ব আসলে কী বা কোন কাজে তা অর্জন করা যায়। রাস্তায় তীব্র বেগে মোটরসাইকেল চালানোতে কোনো হিরোইজম থাকে না বরং নিরাপদে এবং গতি মেনে মোটরসাইকেল বা অন্য যান চালানোতেই প্রকৃত হিরোইজম থাকে। রাস্তায় উচ্চ গতিতে রেসিং করে কোনো হিরোগিরি ফলানো যায় না। বরং ধীরগতিতে বাইক চালিয়ে সুস্থভাবে ঘরে ফেরাকে হিরোইজম বলে।

এই হিরোইজমের অংশীদার কিন্তু অভিভাবকরাও। তা সে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে আমি কেন অভিভাবকদের দিকে আঙ্গুল উঠাচ্ছি? অভিভাবকরা সন্তানের আবদার পূরণ করতে গিয়ে যেকোনো ভাবেই মোটরসাইকেল কিনে দিচ্ছেন। শিশু-কিশোরদের হাতে ব্যবহৃত হওয়া মোটরসাইকেল যে প্রয়োজনীয় নয় সে কথা জোর দিয়েই বলা যায় বটে। সন্তানরাও এক ধরনের ব্ল্যাকমেইল করছেন অভিভাবকদের। বন্ধুর আছে তাই আমাকেও কিনে দিতে হবে। সে বাবার সামর্থ্য থাক আর না থাক দিতেই হবে। অনেক কিশোর আবার অভিমান করে, না খেয়ে থেকে এমনকি আত্মহত্যার মতো ঘটনার ভয় দেখিয়েও অভিভাবকের কাছ থেকে এসব আদায় করছে। আবার একশ্রেণির অভিভাবক আছেন যারা মোটরসাইকেলের প্রতি সন্তানের ঝোঁক দেখে জেএসসি অথবা এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলে মোটরসাইকেল কিনে দেওয়ার আশ্বাসও দেন। আবার কিছু অভিভাবক টাকার গরমে শো অফ করতে কিনে দিচ্ছেন ‘ভয়ঙ্কর মৃত্যুফাঁদ মোটরসাইকেল’।

প্রাইভেট পড়া থেকে শুরু করে বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে রেসিং সবকিছুই চলে মোটরসাইকেলে। স্কুল কলেজের সামনে পিছনের কিংবা সামনের চাকা উঠিয়ে স্ট্যান নিয়ে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এমন কি মেয়েদের টিজ করাও চলে মোটরসাইকেলে। স্কুল কলেজের সামনে মোটরসাইকেল দিয়ে বিকট শব্দ করা। মোটরযান আইন ভেঙ্গে মোটরসাইকেলের অতিরিক্ত একটি

জন নিহত এবং ১ হাজার ১২৪ জন আহত হয়েছেন।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী ৮৬ জন ও শিশু ৭৮ জন। এ ছাড়া নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এবং থ্রি-হুইলার দুর্ঘটনায় ২০ দশমিক ২৩ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বেপরোয়া চালনা, মাত্রাতিরিক্ত গতি, আইন না মানা এবং চালকদের সঠিক প্রশিক্ষণ না থাকা।একটু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মোটরসাইকেল চালকরা ঘনঘন লেন পরিবর্তন করেন। লেন পরিবর্তনের ফলে অপরদিক থেকে আসা পরিবহনের ওপর উঠিয়ে দেন। অর্থাৎ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার প্রধান কারণ চালকদের বেপরোয়াপনা। এ কারণে মোটরসাইকেলচালকদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। সবচেয়ে যা জরুরি তা হলো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনিটরিং। চালক বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালালেই তাকে থামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর একটি বড় কারণ হেলমেট না থাকা কিংবা নিম্নমানের হেলমেট ব্যবহার করা। তাই শুধু শহরেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও চালক ও আরোহীর ভালো মানের হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

মোটরসাইকেল চালানোর জন্য সড়কে আলাদা কোনো লেন নেই। ফলে চালককে বিশৃঙ্খলভাবে মোটরসাইকেল চালাতে দেখা যায়। মোটরসাইকেলের জন্য আলাদা লেন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালানো বন্ধ করতে পারলে দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই মোটরসাইকেল চালকদের মোটিভেশনেরও দরকার আছে। আর তা হতে পরে পরিবারের ভেতরেই। পরিবারের অন্য সদস্যরা যদি মোটরসাইকেল চালক সদস্যকে সাবধানে চালানোর দীক্ষা দিতে পারেন, তাহলে তা দুর্ঘটনা রোধে বড় সহায়ক হবে বলে মনে করি।

ধর্ষনের জন্য দায়ী কে! পোশাক

নাকি সঠিক শিক্ষা!- সুখী ইসলাম

ধর্ষণ এখন যেন মহামারীতে রুপ নিয়েছে। ধর্ষণ মহামারি যেন করোনা ভাইরাসকেও ছাড়িয়ে গেছে। ধর্ষণ এখন একটি নিত্যদিনের ঘটনা মনে হচ্ছে।

প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে কোথাও না কোথাও কোনো নারী, কোনো কিশোরী, কোনো শিশু ধর্ষিত হয়েছে।

টেলিভিশনের স্ক্রলে দশ মিনিট ধরে ধর্ষনের সংবাদ। কোন জেলায় কত জন ধর্ষণ হয়েছে। কোন জেলায় কত কম বয়সী শিশু ধর্ষণ হয়েছে। এ যেন অসভ্য জাতির নির্লজ্জ কর্মকান্ডের বহিঃপ্রকাশ।

ধর্ষণ কেন মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান জরুরি। অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজকর্মীরা গভীর অনুসন্ধান, গবেষণা করলে হয়তো ধর্ষণের প্রকৃত কারণ বের করতে পারবেন।

তবে, ধর্ষণের কিছু কারণ সাধারণ নাগরিকের খালি চোখেও ধরা পড়ে। যদিও এদের মধ্যে মতবিরোধ, বিভক্তি রয়েছে। একপক্ষ ধর্ষণের জন্য কেবল পুরুষকে দায়ী করছে, অন্যপক্ষ দুষছে নারীর পোশাককে। প্রথম পক্ষের অভিযোগে সিংহভাগ সত্যতা মিললেও দ্বিতীয়পক্ষের দাবি ষোলো আনাই অন্তঃসারশূন্য; এর কারণও স্পষ্ট।

পোশাক নাকি মানসিকতা দায়ী, তার বিচার করতে হলে আরেকটি বিষয় না বললেই নয়। আচ্ছা, বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণের ঘটনা অনেক সময়ই উঠে আসে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, আরও বহু দেশে শিশু ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু শিশু ধর্ষণ হয় কেন? শিশুরা মিনি স্কার্ট পড়ে থাকে বলে? শিশু বাচ্চাদের দেখেও কী মনের মধ্যে কামনার সৃষ্টি হয়? তাহলে কী জন্মের পর থেকেই শিশু বাচ্চাদের পা পর্যন্ত আলখেল্লা পড়িয়ে রাখতে হবে? নাকি নিজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে?

৭১ এর যুদ্ধে পাকিস্তানিরা এবং রাজাকাররা যে হাজারো মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে, এ সব কী পোশাকের কারণে? ৭১ এ কী তারা মিনি স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াতো? নাকি নিজেদের ভোগী মানসিকতার খোরাক মিটাতে জানোয়ারগুলো ধর্ষণ করতো?

পোশাকই যদি ধর্ষণের মূল কারণ হবে, তাহলে আরব দেশগুলোতে কেন ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যেখানে সবাই বোরখা পড়া? খারাপ মানসিকতা

সৃষ্টির জন্য আপনি নারীর অর্ধনগ্ন পোশাককে দায়ী করছেন?

একটু পিছনে ফিরে তাকায়, তনুকে যখন ধর্ষণ করে হত্যা করা হলো, তখনো বাংলাদেশের ধর্মান্ধরা অপপ্রচার চালিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলো যে তনুর ধর্ষণের জন্য তনুর পোশাকই দায়ী।

কিন্তু তনুর ছবিগুলো তখন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সে বোরখা পরিহিতা ছিল। কতটা নির্লজ্জ মানসিকতা হলে একটি মৃত মেয়ের উপর মিথ্যে দোষ চাপানো যায় ভাবতে পারেন? কিংবা কিছু দিন আগে যে ছয় বছরের শিশু আছিয়াকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হলো তার কথাই বা কী বলবেন? আছিয়ার ক্ষেত্রেও কি পোশাকের দোষ? এমন নিচ মানসিকতার বলেই তো ধর্ষণ সম্ভব, পোশাকের কী দোষ!?

নারী ধর্ষণে যদি পোশাকে ত্রুটি খোঁজেন তাহলে কোলের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মহিলা, কিশোরী, রাস্তার ধারের মানসিক ভারসাম্য হারানো কিছু না বোঝা মেয়েটি সহ কেউই রেহাই পাচ্ছে না ধর্ষণের হাত থেকে। ঘরে-বাইরে সব জায়গায়ই যেন যৌনতার আশায় নারীকে ভোগ করার লালসায় থাকছে পুরুষরা। তারা যেন জঙ্গলের হিংস্র পশুর চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরছে আমাদের চারপাশে। আর তাদের ক্ষুধা রক্ত-মাংসে গড়া নারীর শরীরের প্রতি।

কখনো এই ধর্ষণের পেছনে থাকছে চেনামুখের অচেনা হিংস্রতা কখনো-বা অচেনা মুখের হিংস্রতা! তাদের লালসা মেটানোর সময় সামনে কাকে ভোগ করছে, সেটা ভাবার সময়ও তাদের নেই। সম্পর্কে হতে পারে বাবা মেয়ে।

যেন এই সমাজ এবং রাষ্ট্র এক ধর্ষণের মহামারী আকার ধারণ করছে। নারীর মূল্যবান সম্পদ সতীত্বকে হরণ করে সমাজে নারীর সম্ভ্রম হারিয়ে ও সামাজিকভাবে নারীকে হেও প্রতিপন্ন করার পৈশাচিক খেলায় মত্ত হয়েছে পুরুষ।

ধর্ষণ এই ছোট শব্দটির অর্থ এতটাই বড় বিশাল।যে এর গ্লানি বর্ণনা করলে সারা জীবনেও শেষ হবেনা।বা শব্দটির ক্ষতিপুরনও সম্ভব না।ধর্ষণ একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এটি একজন মানুষকে খুনের অপরাধের চেয়েও কম বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

আজকাল হাতের মুঠোয় স্মার্ট ফোনের কল্যাণে পর্ন দেখছে। স্বপ্নে পর্ন নায়িকার সাথে যাচ্ছে স্বপ্নসর্গে । বাস্তবে তার দেখা নেই। এসবের কারণে, মানুষ সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পর্ন দেখা বা মেয়ে মানুষের শরীর পাওয়া একেবারেই অসামঞ্জস্য থেকে তাদের বানিয়ে

দিচ্ছে ‘ধর্ষক’। তাদের ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই বললেই চলে। অথচ ধর্ষণ করে খুন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না।এদের কাছে মেয়ে মানুষ যে বয়সেরই হোক না কেন তারা শুধু একটি ‘অবজেক্ট’। মানুষ নয়। তাদের মাথায় একটাই পোকা নারী মাত্রই ভোগের সামগ্রী। তাদের ভোগ করো, খুন করো, অত্যাচার করো।তা যে বয়সেরই হোক না কেন। কোনও ব্যাপার না।

আমাদের অন্যায্য সমাজে ধর্ষকরা নন্দিত, ধর্ষিতারা নিন্দিত।ধর্ষণের সমস্ত দায় ভার, সমস্ত লজ্জা,অপমান আর উপহাস ধর্ষিতার উপর।
ধর্ষণ ধর্ষিতার মেধা,বল,আশা,স্বপ্ন, লক্ষ্য ও সম্ভ্রমকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। শারীরিক ধর্ষণের পর ধর্ষিতার শুরু হয় মানসিক ধর্ষণ।পত্রিকার পাতায় কলামে,থানায় পুলিশের ডায়েরীতে,আদালতে উকিলের অসভ্য জেরায়।দিনের পর দিন ধর্ষিত হয় পাড়ার বুড়োদের চায়ের আড্ডায়,ছোড়া ছোকড়াদের মুখে মুখে কিংবা পাড়াতো বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে। ধর্ষিতা শিশু, কন্যা নারীরা বেঁচে গেছে তাই অবহেলা করে মা বাবা। ভাই বোনেরা ঘৃণা করে।পাড়া প্রতিবেশিরা দিনের পর দিন তার চরিত্রের কুলশতা এবং পঙ্কিলতা নিয়ে খোটা দেয়।ধর্ষিতা মেয়েটার সঙ্গ ত্যাগ করে বান্ধবীরা।জীবনটা বিভীষিকা বানিয়ে দেয়।আর ধর্ষক কলার উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়।চায়ের দোকানে বিড়ি ফু্ঁকে কিংবা অলিতে গলিতে বন্ধুদের সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে ধর্ষণের সময় সে কী কী করেছে।ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে ইরোটিক সুখ অনুভব করে।

ধর্ষিতার ধর্ষণ যেন দান্তের নরকে প্রবেশের ওয়ান ওয়ে টিকিট। আত্মহত্যা না করলে আমরণ হেঁটে যেতে হবে নরকে।জলজ্যান্ত নরক থেকে মুক্তির আশায় অনেক ধর্ষিতা মেয়েই আত্মহনন বেছে নেই।

নারী যদি ছালার বস্তা পরে ঘরের কোণায়ও বসে থাকে পুরুষের শকুন চোখ বস্তার ফাক ফোকর দিয়ে দেখে নিবে নগ্ন শরীর।এই সব শকুনের চোখ উপড়িয়ে ফেলতে হবে সমাজ থেকে।

আমি কোন ধর্ষকের বিচার চাইনা কারণ কারও বিচার হয়নি।বিচার হয়নি আড়াই বছরের শিশু, আফসানা,বিচার হয়নি তনুকিংবা বিউটি কারও শেষ পর্যন্ত বিচার হয়নি।বিচার হবেও না আছিয়ার।
বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর সম্ভ্রমহীনতার সনদ বোঝা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এরা।শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বিচার।

লেখক: কবি ও সাহিত্যিক